

দ্বাদশ শ্রেণী

বাংলা প্রকল্প

প্রকল্পের বিষয় : বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের অবদান

জন্ম ও বংশপরিচয়- ৩০ অক্টোবর, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতার বেহালা অঞ্চলে প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্র কিশোর রায় ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের তনয়া বিধুমুখী দেবীর সুসন্তান সুকুমার রায়ের জন্ম হয়। ছেলেবেলা থেকেই স্বপ্নিল কল্পরাজ্যে স্বপ্নসন্ধানী সুকুমার রায় পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়ের গুণধারাকে বহন করে বাংলা সাহিত্যের এক গৌরবময় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। শিশুমনের শিল্পী হিসেবে বাংলা সাহিত্যে স্বতঃতই যাঁর কথা মনে পড়ে তিনি হলেন অবিমিশ্র হাস্যধারার কুশলী শিল্পী সুকুমার রায়।

শিক্ষা জীবন - সুকুমার রায়ের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় গ্রামে—তারপর কলকাতার সিটি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় বি.এস.সি. (অনার্স) পাশ করার পর মুদ্রণবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষার জন্য ১৯১১ সালে বিলেত যান। সেখানে আলোকচিত্র ও মুদ্রণ প্রযুক্তির ওপর পড়াশোনা করেন। কালক্রমে তিনি ভারতের অগ্রগামী আলোকচিত্রী ও লিথোগ্রাফার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

সাহিত্যিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ - ছাত্রজীবনেই শিবনাথ শাস্ত্রীর ‘মুকুল’ পত্রিকায় সুকুমারের সাহিত্য প্রতিভার উন্মেষ। এরপর তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘ননসেন্স ক্লাব’-এখানে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার বিচ্ছুরণ। ‘ক্লাব’ পত্রিকায় তাঁর লেখা ‘বত্রিশ ভাজার পাতা’-য় কাব্যরসের আভাস পাওয়া যায়। এরপর বন্ধুদের সঙ্গে অভিনয়ের জন্য রচনা করেন হাস্যরসাত্মক ‘ঝালাপালা’ ও ‘লক্ষণের শক্তিশেল’। ইংল্যান্ডে পড়াকালীন পিতা উপেন্দ্রকিশোর একটি জমি কিনে উন্নতমানের রঙিন হাফটোন ব্লক তৈরি ও মুদ্রণ উপযুক্ত একটি ছাপাখানা স্থাপন করেছিলেন। সেখানে ছোটোদের জন্য একটি মাসিক পত্রিকা ‘সন্দেশ’ প্রকাশিত হতো। সুকুমার রায় বিলেত থেকে ফেরার কিছুদিনের মধ্যেই উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু হলে ‘সন্দেশ’ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সাহিত্য রচনার এক নতুন অধ্যায় শুরু করলেন। তবে ইংল্যান্ডে থাকাকালীন সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ তাঁকে অন্যদের থেকে পৃথক করে দিয়েছিল। সেখানে East and West Society-এর আহ্বানে তিনি নিজের লেখা প্রবন্ধ The Spirit of Rabindranath পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে কবিগুরুর অনেকগুলি কবিতার অনুবাদও ছিল। পরবর্তীকালে প্রবন্ধটি Quest পত্রিকায় ছাপা হয়। সেখানে থেকেই ‘সন্দেশ’ পত্রিকার জন্য নিয়মিত গল্প, কবিতা ও আঁকা ছবি বাবার কাছে পাঠাতেন।

সাহিত্য সৃষ্টি - স্বল্পকালের সাহিত্যিক জীবনে তাঁর রচনাগুলি বাংলা সাহিত্যে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। তিনি যেমন একাধারে ছিলেন বাঙালি শিশু সাহিত্যিক ও ভারতীয় সাহিত্যে ‘ননসেন্স ছড়া’ প্রবর্তক। একাধারে লেখক, ছড়াকার, শিশু সাহিত্যিক, রম্যরচনাকার, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও সম্পাদক। তাঁর লেখা কবিতার বই ‘আবোল তাবোল’, গল্প ‘হ-য-ব-র-ল’, গল্পসংকলন ‘পাগলা দাশু’ এবং নাটক ‘চলচ্চিত্তচঞ্চরী’। এছাড়াও তাঁর ‘হেশোরাম হুশিয়ারের ডায়রী’, ‘খাই খাই’, ‘অবাক জলপান’, ‘বহুরূপী’, ‘ভাষার অত্যাচার’ এবং ‘শব্দকল্পদ্রুম’ বাঙালি সাহিত্য রসিকদের কাছে বিশেষভাবে আদরনীয়।

রচনাইশৈলীর স্বতন্ত্রতা - সুকুমার রায় ছিলেন রসিক মনের মানুষ। ফলে তাঁর স্বভাবসুলভ রসের সঙ্গে প্রখর কল্পনা ও অপরূপ ভাষা মিলে তাঁর রচনাগুলি হয়ে উঠেছে পরম উপভোগ্য। সাহিত্য রচনাতে তো পারদর্শী ছিলেনই, বিজ্ঞানের ধারাকে সাহিত্যে এক অদ্ভুতভাবে গ্রন্থন করেছিলেন। তাঁর গল্প, কবিতায় উজ্জ্বল কৌতুকরসের সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটেছিল সুক্ষ্ম সমাজ চেষ্টনার। শিশু চিত্তকে তো তিনি জয় করেই ছিলেন, 'উহ্যনাম পন্ডিত' ছদ্মনামে জীবনের শেষ পর্বে যে লেখাগুলি লিখেছিলেন সাহিত্যরসিক মনকে তৃপ্ত করেছিলেন একথা বলাই যায়। তাঁর গল্প ও গল্পসংকরণগুলি বিশ্ব সাহিত্যে সর্বকালের সেরা 'ননসেন্স' ধরনের ব্যঙ্গাত্মক শিশুসাহিত্যকে কেবলমাত্র 'অ্যালিস ইন ওয়াডারল্যান্ড' প্রভৃতি মুষ্টিমেয় ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গেই তুলনা করা যায়। কৌতুকপ্রিয় সুকুমার রায় মজলিসী ঢঙে পাঠককে অটুহাসি হাসাতে পারতেন। তাঁর রচনায় শ্লেষ নয়, ব্যঙ্গই ছিল প্রকট। সুকুমার রায় লুই ক্যারলের 'অ্যালিস ইন ওয়াডারল্যান্ড' গ্রন্থের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন।

বর্তমান কালে : প্রাসঙ্গিকতা - সাহিত্য সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে অর্থাৎ সাহিত্য-শিল্পে সমাজ ও মানুষের প্রতিফলন ঘটে। তাই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাতেও সাহিত্য-শিল্পের নানা মাধ্যম জায়গা করে নিয়েছে। গল্প কিংবা উপন্যাস অথবা নাটক, কবিতা প্রভৃতি শিল্প মাধ্যম শিক্ষা ব্যবস্থায় আলোক প্রক্ষেপণ করে। বাংলাসাহিত্যে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম যে কৌতুকবহু কাহিনির প্রবেশ ঘটিয়েছিলেন সুকুমার রায় যেন তাঁর উত্তরসূরী হয়ে সেই ধারাকে সাহিত্যে আনয়ন করেছিলেন। শিশুর মনের বিকাশে তার মনুস্যত্বকে জাগরিত করতে এবং বিচারবোধের জন্ম দিতে আজ যান্ত্রিক যুগেও সুকুমার রায় প্রাসঙ্গিক। শিশু মনের মননকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি তিনি করতে পেরেছিলেন বলেই আজও তাঁর রম্যরচনাগুলি যন্ত্রনির্ভর সমাজে এতটুকু মূল্য হারায়নি। শিশু শিক্ষার্থীর মনে লেখাপড়ার ক্লাস্তিকে দূরে সরিয়ে বাস্তবতার অবতারণায় সুকুমার রায় আজও প্রাসঙ্গিক।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অবদান - শিশু সাহিত্যে সুকুমার রায় শিশু ও কিশোর মনের উপযোগী যে সাহিত্য সম্ভার বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছেন আজ অবধি তার বিকল্প বাংলা সাহিত্য খুঁজে পাবে না। ময়মনসিংহ জেলার মসূয়া গ্রামের উপেন্দ্রকিশোরের পুত্র সুকুমার রায় বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ। সাহিত্য সম্ভার রচনার পাশাপাশি তার উপযোগী করে কার্টুন ও ড্রয়িং এবং লেখার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আঁকার যে মুসিয়ানা দেখিয়েছেন তা বাংলা ভাষা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। ইংল্যান্ডে আলোকচিত্র ও লিথোগ্রাফির ওপর পড়াশোনা করলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগমণে তাঁর স্থান আজও শীর্ষে। তিনি শুধু একজন শিশু সাহিত্যিক নন, সর্বকালের সেরা সাহিত্যিক।

তিরোধান - সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল কর্ম ছাড়াও সুকুমার রায় ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কারপন্থী গোষ্ঠীর এক তরুণ নেতা। অদ্বৈতবাদী হিন্দু পুরাণ, ঈশ-উপনিষদ মতাদর্শে বিশ্বাসী সুকুমার রায় ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে প্রায় বিনা চিকিৎসায় একমাত্র পুত্র সত্যজিৎ রায় ও স্ত্রী সুপ্রভা দেবীকে রেখে বিশ্ব সাহিত্যের তথা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম রসশিল্পী সুকুমার রায় পরলোকগমন করেন। পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র সত্যজিৎ রায় সুকুমার রায়ের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রযোজনা করেছিলেন।